R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
আকর্ষণীয় ব্লক, পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্‌ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মির্জাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ.
৪৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৮ই বৈশাখ বুধবার, ১৩৯৪ সাল
২২শে এপ্রিল, ১৯৮৭ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০্ টাকা

৯০০টি পরিবার এক দশকেও আশ্রয়হীন

জঙ্গিপুর : সরকারী পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় এই মহকুমার অন্তর্গত ৯০০টি পরিবার অধ্যুষিত বড়-জুমলা কলোনী পশ্চিমবাংলার সর্ববৃহৎ কলোনী। ওপার বাংলা থেকে আগত এই ছিন্নমূল পরিবার-গুলিকে এক দশকেরও আগে সরকারী খাস জমিতে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দেওয়া হয়। পরবর্ত্তীকালে লুথারেন ওয়ারলড সারভিসের পক্ষ থেকে প্রতিটি পরিবারের জন্য অস্থায়ী বসতবাটী ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম দিকে সরকারী তৎপরতা দেখা যায়। পরিবারের প্রতিটি কর্ত্তাকে জমির পাট্টা বিতরণ করা হবে এই সুবাদে বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এসে সরজমিনে তদন্তও করে যান। রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত জেলা শাসক (এল. আর) ঐ পাট্টা বিতরণ করবেন বলে জানা যায়। কিন্তু সরকারী জটিলতা ও লাল ফিতের বাঁধন আজও খোলেনি। সরকারী খাস জমিতে দশ বছরেরও বেশী সময় বসবাসের অনুমতি দিয়েও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জমির পাট্টা দিতে গড়িমসি করছেন। বর্তমান বৎসরটি আশ্রয়হীনদের আশ্রয়দান দেওয়ার বৎসর হিসেবে সারা (শেষ পৃষ্ঠায়

জঙ্গিপুর পুরসভার চালচিত্র

(প্রথম কিস্তি)

প্রতিবেদক : বরুণ রায়—আমাদের এই জঙ্গিপুর পৌরসভার রাস্তাঘাট, জল সরবরাহ ইত্যাদি পশ্চিম-বঙ্গের অনেক পৌরসভার চেয়ে ভাল। গঙ্গার দুই তীরে শহর। ফরাক্কা ব্যারেজ হওয়ার পর সারা বছরই ভরা গঙ্গা। গঙ্গার ধার, বালির চড়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সকলেরই মন কাড়ে।

(৩য় পৃষ্ঠায়)

সি আই এস এফের সামনেই মাল পাচার

আহিরণ : গত ২ এপ্রিল সন্ধ্যায় জঙ্গিপুর ব্যারেজের ষ্ট্যাগ ইয়ার্ড থেকে প্রায় এক লক্ষ টাকার লোহা পাচার হয় বলে সংবাদ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ঐ দিন মাল পাচারের গোপন খবর পেয়ে ব্যারেজের ভার-প্রাপ্ত অফিসার ষ্ট্যাগ ইয়ার্ডে উপস্থিত হন এবং দেখেন সি, আই, এস, এফের কর্মরত রক্ষী নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি পাচারকারীদের বাধা দিতে আদেশ দিলেও উক্ত রক্ষী নাকি তাঁর আদেশ উপেক্ষা করেন। সুতী থানায় পাচারের ব্যাপারে অভি-যোগ লিপিবদ্ধ করা হয়। ব্যারেজ কর্মীরা এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য সি-বি-আই এর হস্তক্ষেপ প্রয়ো-জন বলে মনে করেন। কর্মরত রক্ষীটিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

ঠাণ্ডা পানীয় : ২টাঃ ৭৫পঃ

নিম্নে উল্লিখিত ব্র্যাণ্ডগুলির প্রতি বোতল ঠাণ্ডা পানীয়ের অনুমোদিত সর্ব্বাধিক বিক্রয় মূল্য :

গোল্ড স্পট, লিমকা, থামস্ আপ, রিমঝিম, মাজা — ২টাঃ ৭৫পঃ

থ্রিল, স্প্রিণ্ট, রাশ — ২টাঃ ৭৫পঃ

বিজলী গ্রীল প্রোডাক্ট
আইসক্রীম সোডা, মুড, অরেঞ্জ, পাইনাপেল — ২টাঃ ৭৫পঃ

ব্যবহারকারীদের স্বার্থে নরম পানীয় প্রস্তুতকারক কোম্পানীগুলির দ্বারা একযোগে প্রচারিত।

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০ টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই বৈশাখ, বুধবার ১৩৯৪ সাল

হতাশা ক্রমবর্দ্ধমান

আমাদের পত্রিকার ১লা বৈশাখ সংখ্যায় 'প্রচণ্ড খরায় জনজীবনে হতাশা' শীর্ষক যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, তাহার সূত্র ধরিয়া শুধু এইটুকুই বলা যায় যে, হতাশা শুধুমাত্র খরায় নয়, সর্বদিক দিয়াই আজ হতাশার সঞ্চার হইতেছে। এক কথায় প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় আসিতেছে বহুবিধ বিপর্যয়। সংসার পরিচালনায় হিমসিম খাইয়া মরিতেছে মধ্যবিত্ত পরিবারের কর্তা ব্যক্তি। দৈনন্দিন আহার্যাদি সংগ্রহে প্রদেয় অর্থ মাত্রা ছাড়াইতেছে; সুতরাং পারিবারিক বাজেট ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। হরেকরকম ভেজালিত খাদ্যসৃষ্ট বিচিত্র রোগে দেহযন্ত্র বিকল করিতেছে। তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধে কোন কার্য হইতেছে না, যেহেতু ঔষধ শুধু মুদ্রিত নামেই ভেষজগুণশূন্য। জটিল-রোগে চিকিৎসার্থে রোগীকে কলিকাতা লইয়া যাওয়া অতিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই আজ সম্ভব; মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তেরা ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া হা হুতাশ করতঃ রোগীর শেষক্ষণের জন্য অপেক্ষমাণ থাকেন।

ভোটরঙ্গ সমাপ্ত হইল; রাজ্যপাট হকদারেরা বুঝিয়া পাইলেন। কিন্তু ভোটোত্তর নানা প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ জিঘাংসাবৃত্তি দেখা দিল। মানুষ নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া হতাশায় নিমজ্জমান। রাজ্যের উত্তরাঞ্চল দিন দিন অগ্নিগর্ভ রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। উগ্রপন্থীর ক্রিয়াকলাপে পার্বত্য শহরগুলি বন্ধ দশায় ধুঁকিয়া চলিয়াছে। তত্রত্য অধিবাসীরা দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত। বিরোধী ক্রিয়াকলাপ প্রকারান্তরে বিদ্রোহে রূপায়িত। সুতরাং জনজীবনে নিশ্চিন্ত রক্ষাকবচ অনুপস্থিত। বৃহত্তর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীক কাঠামোর আঘাতের পর আঘাত। অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকলাপ যত্রতত্র মাথাচাড়া দিতেছে। এমন দিন যাইতেছে না যেদিন পাঞ্জাবে কাহারও প্রাণহানি (উগ্রপন্থীদের হাতে) হইতেছে না। বেকারে বেকারে দেশ সংপৃক্ত হইতেছে। সাম্প্রদায়িক মনোভাব ক্রমশঃ দেখা দিতেছে। শুভবুদ্ধির নির্বাসন ঘটিতেছে।

এমত পরিস্থিতিতে জনজীবনে শান্তি বলিয়া কিছু না থাকিবারই কথা। গ্রীষ্মের অব্যাহত দাবদাহ এই মহকুমার সর্বত্র হাহাকার আনিল কিংবা কালাজ্বরের বিখ্যাত ঔষধ 'ইউরিয়া ষ্টিবামাইন' এর কলমূলা হারাইয়া যাওয়ায় এই ঔষধ অমিল হইবার উপক্রম হইল—মস্তক বেদনা তাহারই একমাত্র কারণ নহে। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি আজ মানুষের কাছে বিচিত্ররূপে হাজির হইতেছে এবং জীবনযাপনের গ্লানিকে দিন দিন বাড়াইয়া তুলিতেছে।

হে বন্ধু বিদায়

দুর্ম্মুখ

বিগত ১৩৯৩। ১৩৯৪ এর প্রথম প্রভাতে নবীন অরুণোদয় আশা প্রত্যাশার রঙ্গিন স্বপ্নভরা। সন্ধ্যায় পরিপূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদের আলোয়, স্নিগ্ধ ধীর সমীরে নবীন বছরের আশার হাতছানি। বিগত বছরে কি পাইনি, কি পাওয়া উচিত ছিল, তার হিসাব মেলানোর বাসনা কিছু মাত্র নেই। শুধু বর্তমান বছরের প্রত্যাশা পূরণের কামনা নিয়ে পথযাত্রা হোক শুরু। প্রয়াত বছরের না পাওয়ার কারণ বিশ্লেষণে কাউকে দোষারোপ করতে 'মন মোর নহে রাজি'। পাইনি যেমন অনেক, তেমনি পেয়েওছি বেশ কিছু। তারই ফিরিস্তি দিয়ে শুরু করি লাল তামামি। চলে যাওয়া বছরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি হলো— পুর নির্বাচন, বিধানসভা নির্বাচন, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে প্রচণ্ড খরা আর আশ্বিনের প্রবল বর্ষণ। খরার তাপে শুকিয়ে যাওয়া পুকুর মাঠ ঘাট দেখে মনে হয়েছিল এ বছর পৃথিবীর উত্তাপ আর বুঝি কমবে না। ফসলের ফলন জমবে না। কিন্তু তবুও আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্রে বৃষ্টি ভালই হলো। চাষ হলো। ফসল ফললো। পূজোর বাজনায় আগমনীর সুর শোনা গেল। আশান্বিত হলো বাংলার মানুষ। কিন্তু সহসা প্রকৃতি উঠলো উন্মাদ হয়ে। আশ্বিনের আকাশে অকালের কালো মেঘ। ঝড়ো হাওয়ার সাথে সাথে শুরু হলো বর্ষণ। সে কি বৃষ্টি! অহরাত্র ঝর ঝর ধারায় পড়লো ঝরে। বাতাস বইলো মাতাল হয়ে। নদী উঠলো উন্মাদনায় কানায় কানায় ভরে। ডুবে গেল কলকাতা, ভেসে গেল মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, চব্বিশ পরগণা, মুর্শিদাবাদ। বন্যার তাণ্ডবে এই মহকুমার লক্ষ লক্ষ গ্রাম নিশ্চিহ্ন হলো। ৭ দিন অবিশ্রান্ত ধারাপাতে জনজীবনকে নাজেহাল করে থামলো বৃষ্টি। আকাশে উঠলো শরতের ঝলমলে রোদ। ঘরে ঘরে আনন্দময়ীর পূজার আয়োজনে এল জোয়ার। গৃহহারা মানুষের আর্তনাদও চাপা পড়ে গেল আনন্দের ক্ষণিক উত্তেজনায়। তারই মাঝে সরকারী, বেসরকারী রিলিফ ব্যবস্থা চলতে লাগলো। গ্রামে গ্রামে হলো রিলিফ ক্যাম্প। কিন্তু পানীয় জলের টিউবওয়েলগুলো তখন গিয়েছে নষ্ট হয়ে। পানীয় জলের অভাব দেখা দিল। অখাদ্য, কুখাদ্য, অপরিচ্ছন্ন জল খেয়ে মানুষের মধ্যে দেখা দিল রোগের প্রাদুর্ভাব। গ্যাষ্ট্রোএনটাইটিস, কলেরায় ভরে গেল হাসপাতালগুলি। শহরের এই হাসপাতালে আমরা সেদিন দেখেছি ডাক্তার, সেবিকারা কাজ করেছেন প্রাণ ঢেলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাসপাতালে প্রাণদায়ী ওষুধের অভাব। আজও তা সমান ভাবেই চলছে। বিশেষজ্ঞে ভরে গেছে হাসপাতাল, কিন্তু চিকিৎসায় নয়া ব্যবস্থার সুযোগ কই? এক্সরে মেশিন খারাপ, রক্ত দেবার ব্যবস্থা থাকলেও রক্তের ষ্টক শূন্য। ঢক্কা নিনাদিত ব্লাডব্যাঙ্কের কোন অস্তিত্ব হাসপাতালে নেই। বাজারে জিনিষপত্র অগ্নিমূল্য। চালের দর ৩-৫০ টাকা কেজির নিচে বিগত বছর নামেনি। ডালের দর ঊর্দ্ধমুখী, আলুর দর ৪ টাকা কেজি থেকে নেমে দেড় টাকার থককে দাঁড়িয়ে আছে তেজি ঘোড়ার মত ঘাড় বেঁকিয়ে। মাছ ২০/২৫ টাকা। ইলিশ ৩৮/৪০। বাংলাদেশী ইলিশ এলে কম হয় ২৮/৩০ টাকা কেজি। তবে বছর গড়াতে গড়াতে প্রায় যখন প্রান্তে ঠেকেছে তখন হঠাৎ দেখছি পটল ২ ৫০/৩ টাকা। এঁচোড় ২ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। মাছের বাজারে আমেরিকান রুই, তেলাপিয়া এসে পড়ায় দর এখন একটু কমতির দিকে। বিগত বছরে এ শহরের মানুষের দিন কাটলো উত্তেজনায় উত্তেজনায়। পুর নির্বাচনে কংগ্রেস দখল করলো পুর বোর্ড নির্দল চেয়ারম্যানের কৃপাদৃষ্টিতে। পুর নির্বাচনের উত্তেজনার আগুন নিভতে না নিভতে এসে গেল বিধানসভার হাওয়া। সেই হাওয়ায় ঝড় তুলে এ শহরে এসে পৌছুলেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী। জমজমাট হয়ে উঠলো শহর। কিন্তু নির্বাচনের শেষে দেখা গেল কংগ্রেস (ই) এর ভাগ্যে দুই এর ঘরে এক। পাঁচ কেন্দ্রের চারই এবার বামপন্থীদের মুঠোই। দুর্ভেদ্য দুর্গ অরঙ্গাবাদের পতন হলো। শহরের বাতাসে আগুনের হল্কা। তারই মাঝে পুরসভার ঘাট নিয়ে ঘাঁটাঘাটি শুরু করলেন কর্মকর্তারা। ফলে মানুষের রুদ্ররোষ ফেটে পড়লো পুর অফিসের চৌহদ্দিতে। ঘাট পাড়ানীর রেট কমিয়ে সে রোষ চাপা দিলেন পুর কর্তৃপক্ষ। সাল তামামী করতে বসে আবার বলি যা গত তা গত। বিগত বছরে শত দুঃখ থাকলেও তাকে ভুলে একটু সুখকে স্মৃতিতে নিয়ে আমরা চাইবো ভবিষ্যতের দিকে। প্রার্থনা করবো হে নববর্ষ তুমি আমাদের এনে দাও সমৃদ্ধি। দূর করো আমাদের সকল প্রকার বেদনা, সকল জ্বালা। তোমার কোমল হাতের পরশে জ্বালা যন্ত্রণা মুছিয়ে দিয়ে আনো পরমশান্তি। এমন শান্তি যাতে তোমার যাবার কালে বলতে পারি হে বন্ধু নিও না বিদায়।

ছেলে ভুলানো ছড়া

ছড়াদার

ক লেজ ক লেজ ক লেজ
হিসেব কিছু পাই না,
হিসাব কড়ি বাঘে খেলো
কেউতো কথা কয় না।
মাঠ ছিলো রে মাঠ ছিলো রে
সবুজ ঘাসে ভরা,
এখন দেখো পরের দখল
বাঁশগারি করা
কে নিলো রে কে দিলো রে
কে কাটলো ঘাস,
কে খেলোরে মুড়িয়ে মাথা
করলো সর্বনাশ।
হাঁক ডাক শুরু হায়
কারো সাড়া মেলে নাই
কেউ বলে না কেউ তোলে না
কড়ির হিসেব কথা,
ক লেজ আছে ক লেজ নাই
কার বা মাথা ব্যথা
মাথা নাই মাথা ব্যথা
থাকবে কোথা থেকে,
'শিং এর গুঁতোয় সবাই কাবু'
বলছে বুড়ো হেঁকে।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গিঃ ২৫, রঘু ১৬৬

অফিসের জন্য

কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের অফিসের জন্য সম্পূর্ণ নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে।

যোগাযোগের স্থান :
এম, পি, বস্ত্রালয়
বাজারপাড়া
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন : আর জি জি ১২১

শান্ত গ্রাম অশান্ত হয়ে উঠছে কুচক্রীদের চক্রান্তে

বিশেষ প্রতিবেদক : সীমান্ত চোরাচালান-কারীদের দৌরাত্ম্যে গ্রামের মানুষকে অশান্তির মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে বলে সংবাদ। পুলিশ প্রশাসন সক্রিয় হতে গিয়েও কোন যাদুমন্ত্রের প্রভাবে নিষ্ক্রিয় তো হচ্ছেই, উপরন্তু শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীদের উপর নানা জোরজুলুম চালাচ্ছে বলে অভিযোগ আসছে। সম্প্রতি যে খবর আমরা পেয়েছি তাতে জানা যায়, সুতী থানার ভৈরবপুর সেই রকম একটি কুচক্রী কবলিত গ্রাম। সজনীপাড়া রেল-ষ্টেশন লাগোয়া এই গ্রামের দুষ্কৃতকারীরা আস্তানা গেড়েছে রেলষ্টেশন চত্বরে। তাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ ট্রেনের ইঞ্জিন বা মাল-গাড়ী থেকে কয়লা নামানো। এন, এইচ ৩৪ দিয়ে যাতায়াতকারী ট্রাক বাস লুট এবং মাঝে মাঝে আশেপাশের গ্রামে ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই। তাদের অত্যাচার এখন চরমে উঠেছে। দুর্বৃত্তরা গ্রামবাসীদের কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও জমায়েত হতে ভয় দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ। খবরে প্রকাশ, গত ৩১ মার্চ সন্ধ্যায় কয়েকজন দুর্বৃত্ত উক্ত গ্রামের জনৈক শিক্ষক সত্যবান দাসের বাড়ীতে বোমা ফেলে। বোমার ঘায়ে শ্রীদাসের দাদা ধীরেন দাস আহত হন। তাঁকে মহেশাইল হাসপাতালে সাংঘাতিক জখম অবস্থায় ভর্তি করা হয়। থানায় খবর গেলে সুতী থানার মেজ দারোগা মহঃ ঈদৃশ ঘটনাস্থলে তদন্তে এসে উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু রাতারাতি কোন অদৃশ্য চাপে থানা থেকে আর কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। গত ১৬ এপ্রিল সত্যবান দাস মামলা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে থানায় গেলে থানা থেকে অভিযোগ করা হয় যে তাঁরা সংবাদ পেয়েছেন শ্রীদাসের বাড়ীতেই নাকি বোমা বানানো হচ্ছিল এবং তাঁকেই নানা ভীতি প্রদর্শন করা হয়। এই ঘটনায় ওই অঞ্চলের সকলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে সমস্ত ঘটনা নাকি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নজরে আনা হয়েছে। আরো জানা যায়—অনুরূপ ঘটনা নিত্যনিয়ত ঘটে চলেছে রঘুনাথগঞ্জ থানার চড়কা গ্রামে। ওখানে দৈনন্দিন বোমা ফাটার শব্দ পাওয়া যায়। শোনা যাচ্ছে ডাঙ্গরু সেখ নামে জনৈক দুর্বৃত্তের অত্যাচারে গ্রামবাসীরা বিব্রত। পুলিশ সব জেনেও কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। গ্রামবাসীরা প্রাণ হাতে করে দিন কাটাচ্ছেন।

পুরসভার চালচিত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একশো বছরের পুরানো পৌরসভা। নাগরিক সুখ সুবিধার কথা কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে। বর্তমান পুরপতি পরমেশ পাণ্ডে সহৃদয়, সদালাপী এবং জনপ্রিয়। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সবাইকে নিয়ে মানিয়ে চলতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রে তিনি দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারছেন না। পুর-সভার কতগুলি প্রাথমিক দায়িত্ব ও নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের চেষ্টা সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলা দরকার।

শিক্ষা : এই পুর এলাকায় বহুদিন হল 'আর্বান কম্পালসারি এডুকেশন স্কীম' চালু হয়েছে। প্রাথমিক ও নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির পরিচালন ভার পুরসভার। অধিকাংশ বিদ্যা-লয়ের নিজস্ব গৃহ নাই। বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম। শিক্ষক নিয়োগের সময় শিক্ষকদের বিদ্যাবত্তা ও গুণগত মানের বিবেচনা না করে দল বা গোষ্ঠী আনুগত্যের বিচারে নিয়োগ করা হয়েছে। ফলে পঠনপাঠনের মান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাল নয়। শিক্ষকরা ঠিকমত সময়ে স্কুলে আসছেন কিনা, পড়া-শুনা কেমন হচ্ছে, ছাত্রদের খেলাধূলা ও স্বাস্থ্য কেমন থাকছে পুরসভার সদস্যদের দিয়ে নিয়মিত পুর বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিয়ে এসব দেখাশুনার কোন চেষ্টা নাই। কিন্তু এগুলি অত্যন্ত আবশ্যিক। প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা আরো বাড়ানো দরকার। জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ গঙ্গার দুই পারেই অন্ততঃ আরও একটি করে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খোলার জন্য পুরসভা এবং লোকসভা ও বিধানসভার সদস্যদের যৌথ উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

স্বাস্থ্য : গঙ্গাতীরবর্ত্তী জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ শহর মোটামুটি স্বাস্থ্যকর জায়গা বলেই পরিচিত ছিল। কিন্তু নানা কারণে এর দ্রুত অবনতি হচ্ছে। জঙ্গিপুরের জল নিকাশী ব্যবস্থা খুব ভাল ছিল। বেন্টলী স্কীমে শহরের জমা জল দ্রুত সরে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এই নালাগুলি এখন যথেষ্ট বন্ধ করে, যত্রতত্র তার উপর সাঁকো বানিয়ে, মাটি ফেলে তার দফা নিকাশ করা হয়েছে। বদ্ধ জলায় মশার ডিপো হচ্ছে। খড়খড়ি নদী দেখলে দেশে কোন সরকার আছে কিনা তাতে সন্দেহ জাগে। খড়খড়ি নদীর যেখানে সেখানে যার ইচ্ছা মাটি ভরাট করে পুকুর বানিয়ে সেখানে মাছের চাষ করছে। পানা ভর্ত্তি। সাপের আস্তানা! পরিকল্পিতভাবে ভেকবংশ নিধন করা হয়েছে। মশককূলকে 'হাম দো হামারা ক্রোড়ো' নীতিতে কোটি কোটিতে বাড়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ শহরে ইদানীং যে রকম ভয়াবহ মশার উপদ্রব হয়েছে স্মরণাতীত কালে তা কখনও দেখা যায়নি। সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর 'কেয়নগরের মশার' জলুনি নিয়ে ছড়া লিখেছেন। আমাদের জঙ্গিপুরের মশা নিয়ে কাব্য লিখবেন কোন মহাকবি? অনেক দিন থেকে ডি-ডি-টি স্প্রে দেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক বলছেন, পুর এলাকায় ডি-ডি-টি স্প্রে করা তাদের দায়িত্ব নয়। পুর সভার বক্তব্য, ডি-ডি-টি স্প্রে করার কোন ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি বা লোকজন পুরসভার নাই। একাজ সর-কারের বিভাগীয় দপ্তরই বরাবর করে এসেছেন। আমাদের অবস্থা—'বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা?' দেখা যাচ্ছে স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা Nobody's Concern. ডি-ডি-টির ব্যাপারে আর একটি গুরুতর অভিযোগ পৌরসভা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, যে সময় এন্‌কেফেলাইটিসের খুব প্রাদুর্ভাব হয়েছিল তখন ২২-১১-৮৪ তারিখে বহরমপুরে এডিশন্যাল জেলাশাসক গ্রেবাল সাহেবের ঘরে মুর্শিদাবাদের ছ'টি পুরসভার প্রতিনিধি-দের উপস্থিতিতে একটি সভা হয়েছিল। এই সভায় জঙ্গিপুর পুরসভাকে ডি-ডি-টি বরাদ্দ করা হয় এবং সেই সম্পর্কিত চিঠিও পুর-সভাকে দেওয়া হয়। মহকুমা স্বাস্থ্য আধি-কারিক নাকি এই বরাদ্দ বাতিল করান। জঙ্গিপুরের বর্ত্তমান স্বাস্থ্য আধিকারিক এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। পুরসভা বলছেন. তাঁদের দপ্তরে সংশ্লিষ্ট চিঠিপত্র আছে। বুঝ সাধু যে জান সন্ধান। ধন্য স্বাস্থ্য দপ্তর। আর ধন্য পুরসভা। পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করবেন। কবে রাজ্য সরকার পুর-প্রতিনিধিকে আলোচনা সভায় ডাকবেন সেজন্য অহল্যার প্রতীক্ষা না করে নিজেদের কিছু উদ্যোগ তো নেওয়া যেতে পারে। গল্প-গচ্ছ করে দিনগত পাপক্ষয় করে পুরসভার সদস্যরা তাঁদের নৈতিক দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। লোকসভার সদস্য জয়নাল আবেদিন বা বিধানসভার সদস্য হাবিবুর রহমান এ সম্পর্কে এতদিন কোন উদ্যোগ নেননি কেন? জঙ্গিপুর পুরসভাই বা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে কলকাতা ও দিল্লীতে তদ্বির তদারক করেননি কেন? শোনা যাচ্ছে নির্বাচনের আগে এম-এল-এ সাহেব হাবিবুর রহমান নাকি বলেছিলেন যে নির্বাচনে জিতলে তিনি নিজের খরচায় পুরপতিকে দিল্লী নিয়ে গিয়ে এ বিষয়ে তদ্বির করবেন। জঙ্গিপুরের উন্নয়নের ব্যাপারে তাঁর নিশ্চেষ্টতা ও কর্মবিমুখতার যে পরিচয় দীর্ঘদিন থেকে আমরা পেয়েছি তাতে তাঁর উক্তি শুনে দর করায় ঢাকার কুটিদের (ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানদের) সেই বিখ্যাত রসিকতার কথা মনে পড়ছে—'বাবু, ঘোড়ায় হাসব।'

(চলবে)

জমি বিক্রয়

শ্রীকান্তবাটী মৌজায় নতুন সোসাইটি বিল্ডিং লাগোয়া বসতবাটী উপযোগী পাঁচ বিঘে জমি বিক্রয় আছে। ষ্টেশন রোড থেকে জমির দূরত্ব দু'মিনিট। জমির আলে ইলেকট্রিক পোল ও যাতায়াতের রাস্তা আছে। যোগাযোগ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়
রঘুনাথগঞ্জ

ক্লাব ঘর ভস্মীভূত

ধুলিয়ান : গত ১৯ এপ্রিল গভীর রাতে এখানকার 'ইলেভেন ষ্টারস্' এর ক্লাবঘরটি ভস্মীভূত হয়। এই ঘটনায় দোষী অভিযুক্ত করে স্থানীয় পুরসভার তরুণ কমিশনার প্রকাশ সিংহ এবং আরো দু'জনের নামে ক্লাবের পক্ষ থেকে থানায় ডায়েরী করা হয়। ঘটনার প্রতিবাদে ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবীতে ২০ এপ্রিল ক্লাব সদস্যদের এক মিছিল শহর পরিক্রমা করে। ধুলিয়ান বন্‌ধ এরও ডাক দেওয়া হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরে উত্তেজনা ও থমথমে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

শিল্পীর মর্মান্তিক মৃত্যু

জঙ্গিপুর : স্থানীয় শহরের তরুণ নাট্য পরিচালক, অভিনেতা ও আবৃত্তিকার মিহিররঞ্জন চৌধুরী গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে গভীর লে তলিয়ে যান। ১৫ এপ্রিল তাঁর প্রাণহীন দেহের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। টাউন ক্লাবের উদ্যোগে এক শোক মিছিল শহর পরিক্রমা করে। পরে শোকসভায় কুণালকান্তি দে, নূপুর মুখার্জী, সারথী মুখার্জী প্রমুখ মিহিরের বহুমুখী, প্রতিভা উল্লেখ করে ভাষণ দেন। মিহির চৌধুরী অভিনীত ও পরিচালিত 'ক্যাপ্টেন হুরর৷', 'রাইফেল', 'অন্ধকারের নীচে সূর্য', 'ডাইনোসোরাস', 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকগুলি জঙ্গিপুরের সংস্কৃতি-প্রেমী মানুষদের মধ্যে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে। সারা বাংলা একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায়ও তিনি শ্রেষ্ঠ পরি-চালকের সম্মান পান। কিছুদিন থেকে তিনি মানসিক রোগে ভুগ-ছিলেন। স্মৃতি হারিয়ে যাচ্ছিল। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৩৫। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

এক দশকেও আশ্রয়হীন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্বে পালন করা হলেও রাজ্যের বৃহৎ কলোনীর ভাগ্যে সরকারীভাবে আশ্রয় জুটছে না। ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন রেখেছেন—সরকারী লাল ফিতের বাঁধন খুলে বর্তমান বৎসরেই যেন তাঁদের ৯০০টি পরিবারকে পাট্টা দেওয়া হয়।

NTPC National Thermal Power Corporation Ltd.
(A Government of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT
P.O. NABARUN-742236 MURSHIDABAD (W.B.)

Ref : FS : 42 : MD : T-2/87 Dt. April, 2nd 1987.

Tender for transportation of various materials by trucks/ trailors from different places of India.

Sealed tenders are invited from reputed and preferably Bank approved transporters having branches/godown arrangements at Farakka for transportation of various Misc. materials in small as well as in full truck load basis from the following places viz. Delhi, Faridabad, Hardwar, Ghaziabad, Ganaur (Haryana), Allahabad, Kanpur, Miraj, Howsur, Trichurapalli, Madras, Hyderabad, Bangalore, Bombay, Jullandhar, Durgapur, Asansol, Dhanbad, Siliguri, Howrah, Kalyani, Haldia, Calcutta, Bhopal, Cochin, Jaipur, Jamshedpur, Nagpur, Patna, Raipur, Varanasi, Baroda, Ahmedabad, Kota, Rourkella, Bhubaneswar, Dehradun, Kirloskarvadi (Pune), Trivandam, Ajmir, Palghat, Patna, Ghatsila, Behrampore (Ganjam-Orissa), Budge Budge, Ranchi, Bhilai/Durg, Visakhapattanam, and also from other power projects/stations of NTPC viz. Badarpur, Singrauli, Korba, Ramagundam, Rihand, Vindyachal, Kahalgaon and other gas power projects of NTPC viz. Kawas, Anta and Auraiya and vice versa.

SCOPE OF WORK :
Transportation, collection & delivery of all types of Misc. materials booked to NTPC/FSTPP by various agencies/ individuals from the above mentioned places and deliver the same to the stores at Farakka site and vice versa, including loading, unloading and stacking.

TERMS & CONDITIONS :
1. Duration of contract will be initially for a period of one year with a provision for extension of another year depending on working performance and mutual agreement.
2. Request/application for tender document should be supported with proof of credentials having executed similar nature of jobs, latest tax clearance certificates etc. and can be had on request from the office of Chief Materials Manager, by post or in person on payment of Rs.100/- by Bank Draft on S.B.I., Farakka or I.P.O. in favour of NTPC, Khejuriaghat P.O. or on cash payment at our cash section.
3. Bidders shall have to deposit an EMD for Rs.20,000/- in the form mentioned in the tender document without which tender will be rejected outright.
4. NTPC is not responsible for delay in transit or loss of tender form sent/received by post. Tender documents is not transferable.
5. Last date of issue of tender form is upto 12.5.87 during working hours and same will be opened at 10 A.M. on 13.5.87.
6. NTPC reserves the right to accept or reject any tender in part or full without assigning any reason thereof.

CHIEF MATERIALS MANAGER

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারি দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন, "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউসে" আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।